নারী দিবস উপলক্ষে
‘Women Cell’ এর বিশেষ সংখ্যা
যুদ্ধ ও মেয়েরা
দমদম মতিঝিল কলেজ, দমদম

শান্তি থাক জারি

— সুস্মিতা বসু (প্রাক্তন অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ)

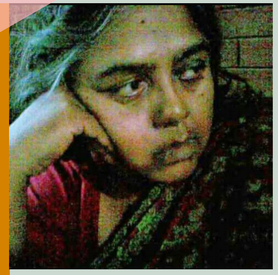

যুদ্ধ কথাটার মধ্যে অনেকগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট বোধ আছে। এর একটা হল বিরোধ, একটা দ্রোহ এবং আর একটা অবশ্যই পাক্ষিকতা। যুদ্ধ আমার একান্ত অন্তর্লীন নানা বোধের দ্বন্দ্ব হতে পারে, পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিয় বিভিন্ন বোধ ও স্বার্থের সংঘাতও হতে পারে। মানুষ ভিন্ন, তার বোধও ভিন্ন, তাই মানবজীবনের সমস্ত পর্যায়ে দ্বন্দ থাকবেই। আর এই দ্বন্দের তীব্র প্রকাশের নাম যুদ্ধ।

যুদ্ধের শুরু সেই প্রাচীন কালেই — সম্পত্তি অর্জন এবং তার অধিকারবোধ ও দখলদারি মানসিকতা থেকেই যুদ্ধের উদ্ভব। শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির কারণে আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর থেকেই মেয়েরা অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের সম্পত্তি হয়ে পড়ে। বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে লড়াইয়ে যে জয়ী হত সেই পেত সম্পত্তির অধিকার আর শরীর হাতবদল হয়ে যেত, স্বজনহন্তার সেবাদাসী হয়ে তার জীবন কাটত। যুগ যুগ ধরেই পুরুষের যুদ্ধপণ্য হিসেবেই নারীর অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। বিভিন্ন যুগের ইতিহাসেরই এর স্বাক্ষ্য আছে। মেয়েরা যে কখনোই শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিল না এমন নয়। সেই গ্রীক দুনিয়ার অ্যামাজন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাণী যজিকা থেকে ভারতের রানী লক্ষীবাই ও আমাদের প্রীতিলতা-বীনা-হীরা প্রমুখ অসংখ্য নারী তাদের বাহুবল দেখিয়েছেন। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন যুদ্ধে পুরুষেরা বিজিত নারীদের ধর্ষণ করে বিপুল সংখ্যক **War-child** বা যুদ্ধ-সন্তান জন্ম দিত। অর্থাৎ যুদ্ধে সবচেয়ে সহজলভ্য বস্তু হল মেয়েরা।

এর পাশেই কিন্তু আছেন মেরী ওলস্টোনক্র্যাফ্ট বা পরবর্তীকালের সাবিত্রীবাঈ ফুলের মতো মহিলারা যারা নারীস্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। এ-ও আরেক যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আজও চলছে। রামমোহনের যুগে যে মেয়েটি জ্বলন্ত চিতা থেকে পাশের নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে গিয়েছিল সে-ও যুদ্ধই করেছিল তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে। আবার যে মহিলা পরিচারিকার কাজ করে অপদার্থ নিষ্কর্মা স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এককভাবে সংসার চালান তিনিও যুদ্ধ করে চলেছেন।

এবার কিন্তু আপাত অসম্ভব আদর্শের কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সমাজটা সকলের, যেমন নারীর তেমনি পুরুষেরও। তাই দ্বন্দের পথে না গিয়ে সহযোগিতার বাতাবরণও সৃষ্টি করা যায়। সব যুদ্ধের অবসানে শান্তি হোক জারি !

যুদ্ধে নারীর ভূমিকা

— অরুন্ধতী দাস (প্রাক্তন অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ)

যুদ্ধেক্ষেত্রে নারী এই বিষয়ে নারীদবসে আমাকে কিছু লেখার অনুরোধ জানিয়েছে আমার অনুজ সহকর্মী ইন্সিতা। অবসরের দশ বছর পরেও যে আমি কারও মনের কোণায় ঠাই পেয়েছি সে জন্য আমি যুগপৎ কৃতজ্ঞ এবং অপ্লুত। যদিও এ বিষয়ে কিছু বলার বা লেখা আমার হয়তো পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু ইন্সিতার মিষ্টি আবদার উপেক্ষা করতে না পেরে আমার এই অক্ষম প্রচেষ্টা।

কলম হাতে নিয়ে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠল দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গার যুদ্ধং দেহী রূপ। মহিষাসুরের অত্যাচারে যখন স্বর্গলোক অতিষ্ট, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা দেবরাজ ইন্দ্র কেউ নয়, শক্তিরূপিণী দুর্গাই বধ করেন অশুভ শক্তির প্রতীক মহিষাসুরকে।

সরাসরি অস্ত্র না ধরলেও যুদ্ধে নারী অনেক রকম ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। ভারতীয় এবং গ্রীক মহাকাব্যে দেখি যুদ্ধের কেন্দ্রে এক নারী। বাল্মিকী রচিত রামায়নে রাম (আর্য্য) ও অনার্য্য রাবনের যুদ্ধের কেন্দ্রে সীতাহরণ, বেদব্যাস রচিত মহাকাব্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে আছে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ। গ্রীক কবি হোমার রচিত মহাকাব্য ইলিয়াতে গ্রীক ও ট্রয়ের মধ্যে যে ট্রোজান যুদ্ধ তারও কেন্দ্রে ছিলেন এক বিশ্ববন্দিতা সুন্দরী নারী হেলেন।

কবির কল্পনা ছেড়ে এবার বাস্তবের মাটিতে পা রাখা যাক। ফিরে যাওয়া যাক উনিবংশ শতাব্দীতে। **Lady with the lamp** নামে পরিচিতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৫৩—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ঘটিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এই মহিয়সী নারী কনস্ট্যানটিনোপলে আহত সৈনিকদের সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নার্সিং পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে সেবার কাজকে এক মর্যাদাপূর্ন বৃত্তির রূপ দেন।

এবার এগিয়ে আসি বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধে। এখানে আমরা দেখি নারীর অন্য রূপ। মারগারেটা গারট্রইড যিনি পরিচিত ছিলেন মাতাহারী নামে ছিলেন এক অনন্য সুন্দরী ডাচ নর্ত্তকী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মানীর হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করেছিলেন। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। এজন্য ফরাসী সেনার বন্দুকে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।

ফিরে আসি স্বদেশের কথায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তখন উত্তাল স্বাধীনতা সংগ্রামে। ১৮৫৭ সালে যে মহাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে সেখানে প্রথম নারীযোদ্ধা হিসেবে আমরা পেলাম মধ্য প্রদেশের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈকে। তিনি নিজে চোদ্দ-পনেরোশো নারী পুরুষের বাহিনী তৈরী করে এক অসীম বিরত্বে ইংরেজের বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে টানা দু-সপ্তাহ যুদ্ধ করেন। এই অসম লড়াইয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। মাত্র ২৯ বছরের এই স্বল্পায়ু জীবন কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি হিসাবে থেকে গেছে।

স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের বাংলা এক বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বেঙ্গল ভলেন্টিরিয়ার্স (বি.ভি) অনুশীলন সমিতি এরকম অনেক সশস্ত্র গুপ্ত বাহিনী প্রতিনিয়ত আঘাত হেনে চলেছিল রাজশক্তির বিরুদ্ধে। দুর্জয় সাহসী চিরবিপ্লবী সুভাষ শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতবর্ষে এমনকি ভারতের বাইরেও এক চিরপ্রণম্য বিপ্লবীর নাম। অস্ত্র কেনা এবং বিপ্লবের আনুষঙ্গিক খরচের জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থভান্ডার। সুভাষ বোস যে কোন জনসভায় যখনি অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে অসংখ্য মহিলা তাদের একান্ত প্রিয় স্ত্রীধন, যা যাদের দুর্দিনের ভরোসাও বটে সেই সোনার অলংকার অকাতরে অক্লেশে দান করেছেন। হাতে অস্ত্র না তুলে স্বাধীনতার যুদ্ধে এওতো একরকম অংশগ্রহণ বলাই যায়।

আজাদ হিন্দ বাহিনীতে সুভাষ এক নারী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে দলে দলে মেয়েরা স্বেচ্ছায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। নারী বাহিনির প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষী সায়গল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের নেতা মাষ্টারদা সূর্য সেনকে আমরা সবাই মনে রেখেছি। কিন্তু কজনের মনে আছে সদ্য যুবতী শহীদ প্রতিলতা ওয়াদ্দেদারকে চট্টগ্রাম পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুরুষের সামরিক পোশাকে। বয়স তখন মাত্র কুড়ি।

কুমিল্লায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্টিভেন্সের বাংলোয় ঢুকে রিভলভারের গুলিতে তাঁকে হত্যা করে দুটি নিতান্ত বালিকা কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরী। দুজনেই কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা গভর্নমেন্ট স্কুলের অস্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স কত হবে ? তেরো কি চোদ্দ । সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রেপ্তার হন। বিচারের দিও তারা হাসিমুখে নির্বিঘ্ন চিত্তে আদালতে উপস্থিত হয়। যাবজ্জীব কারাদন্ডের ঘোষণায় তাদের সে কি দুঃখ। হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িটা নিজের হাতে গলায় তুলে নেওয়া হল না বলে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর মিস্টার জ্যাকসনের উপর গুলি চালান ডায়োসেশান কলেজের মহিলা গ্র্যাজুয়েট শ্রীমতী বীনা দাস। কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। বিচারে নয় বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। এই বীনা দাস ছিলেন নেতাজীর শিক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ বেণীমাধব দাসের কন্যা। প্রসঙ্গত জানাই এই বীরাঙ্গনা এবং চট্টগ্রাম বিপ্লবের নায়ক শ্রীযুক্ত গনেশ ঘোষ আমাদের কলেজে উপস্থিত হয়ে এই মহাবিদ্যালয়কে ধন্য করেছিলেন। আমি সেই ঘটনার সাক্ষী।

কত নাম যে মনে ভিড় করে আসছে। মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা, কল্পনা দত্ত (যোশী), উজ্জলা মজুমদার (রক্ষিত রায়), শ্রীমতী লীলা রায়, আরও কত।

সরাসরি অস্ত্র না ধরেও নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন কত মা, বোন।

অতি সম্প্রতি যে যুদ্ধ চলছে রাশিয়া আর ইুক্রেনের মধ্যে সেখানে ২০১৫-র ইউক্রেন সুন্দরী **Anastasila Lenna** গ্ল্যামার জগতের হাতছানি উপেক্ষা করে নিজের দেশের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

স্মৃতির অবিমৃষ্যকারিতায় যে নামটি আগেই বলা উচিত ছিল সেটি বাদ পড়ে গেছে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের (১৩৩৭-১৪৫৩) ১১৬ বছরের যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়ের পিছনে এই কৃষক কন্যাটির অবদান চিরস্মরণীয়। তার নাম জোয়ান অফ আর্ক।

এ তো গেল দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে অস্ত্র শস্ত্র গোলাবারুদের যুদ্ধ। এই বারুদগন্ধী যুদ্ধের বাইরেও আছে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। গত দুবছর ধরে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসটি সারা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেই করোনা যুদ্ধে পুরুষ ডাক্তার, নার্স ও ও স্বাস্থ্য কর্মীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ল্যাবেরেটারিতে এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন **Oxford Vaccine**-এর পরিকল্পনাকরী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Prof. Sarah Gilbert**। এ ছাড়াও **National Institute of health (NIH)**-এ ভারতীয় বংশোদ্ভূত **Nita Patel** ও কৃষ্ণাঙ্গ বিজ্ঞানী **Dr. Kizzmekin** ও পথিকৃতের কাজ করেছেন। **Pfizer**-এর আবিষ্কারের পিছনে যে দুজনের মস্তিষ্ক সক্রিয় তাঁরা এক মুসলমান দম্পতি, **Ugur Sahin** ও তার স্ত্রী **Ozlem Tureci.**

এই বিরাট পরিসর ছেড়ে এবার উঁকি দেওয়া যাক ছোট্ট পরিসরে। মহাদেশ, দেশ, রাজ্য এভাবে চললে সব শেষে যে একক তার নাম পরিবার অল্প কয়েকটি উদাহরণ ছাড়া সর্বত্রই রাজ করছে পিতৃতন্ত্র। সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের মতো বিভাজন আছে পরিবারেও, সেখানে পুরুষ-মহিলা দুই ভিন্ন প্রজাতি। অতীতে তো বটেই এখনও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের ধরা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে। দরিদ্র দিন-মজুরের কাজই হোক বা বৈভবশালী রুপোলি জগতের অভিনয়ের ক্ষেত্রেই হোক, সমান পরিশ্রমের জন্য পুরুষের পারিশ্রমিক অনেক বেশী। সমানাধিকারের জন্য মহিলা শ্রমিকদের যে আন্দোলন তার গুরুত্বই কি কম ?

মনে পরে ইন্দ্রনাথ ও সুরূপা গুহের ঘটনা ? বিদুষী মেয়েটিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মূল্য চোকাতে হয়েছিল প্রাণ দিয়ে। সতীদাহ প্রথা উঠে গেলেও পণের দাবীতে বধূহত্যা, জাতপাতের অজুহাতে অনার কিলিং এই একবিংশ শতাব্দীতেও আকছার ঘটে চলেছে। পুরুষ সহকর্মির দ্বারা মহিলাদের শ্লীলতা হানিও কিছু কম নয়। এমনকি সবোচ্চ স্তরেও মহিলা আইপিএস অফিসারও এর ভুক্তভোগী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লজ্জা মেয়েদের প্রতিবাদের অন্তরায় হয়। তবে সেই মহিলা আইপিএস অফিসারটি তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত উপরওয়ালার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। এটাও তো একধরণের সামাজিক যুদ্ধই বটে।

কোন অনুষ্ঠানে একটি মেয়ের নাচ দেখে বা গান শুনে বেশীর মুগ্ধ হয়ে তাকে বাড়ির বউ করে তুলে আনার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্বশুর বাড়ীর প্রথম কাজই হয় মেয়েটির গান বা নাচ বন্ধ করা। মেয়েটিকে শুনতে হয় বিয়ের আগে যা করেছে করেছ এখন মন দিয়ে সংসার কর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অশান্তির ভয়ে মেয়েটি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের ভালো লাগার অন্ত্যেষ্টি করে। কেউ বা আবার সব দায়িত্ব পালন করে অনেক প্রতিবন্ধকতাতেও তার সাধনা চালিয়ে যায়। আর কেউ বা প্রতিবাদী হয়ে বিয়েটাকেই বাতিল করে। ক্ষেত্র ছোট হলেও এও তো পারিবারিক যুদ্ধ।

এবার যে দুটি নাম বলব, সারা পৃথিবী তাদের এক ডাকে চেনে। নেহাতই কিশোরী দুই জন, অদম্য মনের জোর আর নিজের বিশ্বাসে অটুট থাকা এই দুজনের একজন হল পৃথীবীর কনিষ্ঠতম নোবেল পুসরকার বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই। পাকিস্তানি তালিবানেরা যখন সে দেশে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সব স্কুল বন্ধ করেছিল, তখন এই কিশোরী একাই রুখে দাঁড়িয়েছিল। ২০১২ সালে তালিবানদের হুমকি অগ্রাহ্য করে মালালা যখন স্কুলবাসের সিঁড়িতে পা দিয়েছে, ঠিক তখনই এক তালিবান তার মাথায় গুলি চালায়। টানা দশদিন কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর বার্মিংহাম হাসপাতালে তার জ্ঞান ফেরে। নাছোড় মেয়েটি তারপরেও মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে তার জেহাদ চালিয়ে যায়। তাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্রও তৈরী হয়েছে, বেড়িয়েছে আত্মজীবনী। ২০১৪ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে শান্তির জন্য তার হাতে নোবেল পুসরকার তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার অধিকারের যুদ্ধে অদম্য এই মেয়েটি এখন বিশ্বের বিস্ময়।

দ্বিতীয় জন সুইডেনের গ্রেটা থুনবার্গ। মাত্র পনেরো বছরের এই কিশোরী বিশ্বের তাবড় নেতাদের থেকে অনেক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীর পরিবেশ যেভাবে দূষিত হয়ে চলেছে, গ্রীন হাউসের প্রভাবে অ্যান্টার্কটিকার বরফ যেভাবে গলছে তাতে প্রলয় পয়োধি জলে গোটা বিশ্ব অদূর ভবিষ্যতে তলিয়ে যাবে। কোন নোয়ার উপর ভরসা না করে পৃথিবীকে বাঁচাতে এই একরত্তি মেয়েটি সেই দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। সুইডিশ পার্লামেন্টের বাইরের সিঁড়িতে নিজের হাতে লেখা ব্যানার (**School Strike for Climate**) নিয়ে রোদ, বৃষ্টি বরফের মধ্যে মাসের পর মাস বসে থেকে। বন্ধুরা কেউ পাশে থাকেনি। মা, বাবা নিরস্ত করতে পারেনি। ও সেই রবিঠাকুরের গান ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। আট মাস বাদে সে আর একলা নয়। সারা বিশ্বে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে বৃহত্তম প্রতিবাদ পালিত হয়েছে। একাত্তরটি দেশ এতে অংশ নিয়েছে। বিশ্বের পরিবেশ যুদ্ধের এক বিরলতম সেনানী এই পঞ্চাদশী কিশোরী।

আরো কয়েকজনের কথা না বললে এই আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে। এদের একজন হলেন সমাজকর্মী মেধা পাটকর। সারাজীবন যিনি দলিত দরিদ্র কৃষক শ্রমিকদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দাবীর জন্য প্রতাণপাত করে গেছেন।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীও আদিবাসী ভূমিপুত্রদের অধিকারের দাবিতে অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন লেখনী। আর কে না জানে ‘**Pen is mightier than sword**’ ? তাঁর দৃপ্ত লেখনির ফসল হিসাবে আমরা পেয়েছি‘অরণ্যের অধিকারের’মতো অসামান্য বই।

এর সাথে নাম করা যায় তসলিমা নাসরিনের। এই বাংলাদেশী ডাক্তারটি তার লেখায় সে দেশের মেয়েদের নিপীড়ন ও মৌলবাদী ধর্মের সমালোচনা করায় তাকে সে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়। নিজের দেশের মাটিতে তার পা ফেলার অধিকার নেই। সেই দুঃখ বুকে চেপে সে এখন এক একক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সুইডেনবাসী। এ আমাদের সমস্ত বাঙালির লজ্জা।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। অসাবধানে হয়তো কোন কোন দিক বাদও পড়েছে।

পরিশেষে বলি; যতদিন পৃথিবীতে মানব প্রজাতি থাকবে ততদিনই চলবে নারীর যুদ্ধ। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, শুধু পুঁথিগত নয়, সর্বাঙ্গীন শিক্ষা যা তাদের করে তুলবে আত্মবিশ্বাসী, বিবেকবান ও সাহসী। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাকে পরনির্ভরতার অসম্মান থেকে রক্ষা করবে। তবেই যে কোন যুদ্ধে অকুতোভয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।

আমাদের দুই প্রাক্তন অধ্যাপককে ‘Women Cell’ এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই।